বৈদেশিক বিনিময়
Foreign Exchange

ভূমিকা

দেশের অভ্যন্তরীণ সকল চাহিদা মিটাতে দেশীয় সকল পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের মাধ্যমে কখনো তা সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের। অপর দিকে এক দেশীয় মুদ্রা অপর দেশে প্রচলিত নয়। এ কারণের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট দেনা-পাওনা মিটাতে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ করতে হয়, উপযোগী তত্ত্ব বিবেচনা করতে হয় এবং অবশেষে যথোপযুক্ত মাধ্যমে তা প্রেরণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়া যে দেশে যতো সহজ সেই দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ততো অনুকূল। এই ইউনিট থেকে আপনি উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হতে পারবেন।

এই ইউনিটের প্রথম পাঠে বৈদেশিক বিনিময়ের সংজ্ঞা ও হার, ২য় পাঠে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি এবং ৩য় পাঠে বিদেশে অর্থ প্রেরণ এবং অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটে আছে–

- *বৈদেশিক বিনিময়ের সংজ্ঞা ও হার।*
- *বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ এবং*
- *বিদেশে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি।*

সংজ্ঞা ও হার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদেশিক বিনিময়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বৈদেশিক বিনিময়ের হার বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

সংজ্ঞা (বৈদেশিক বিনিময়) ঃ পণ্য-দ্রব্যের আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান দেশীয় মুদ্রায় সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রা। বৈদেশিক বিনিময় বলতে দেশীয় মুদ্রা ছাড়া সকল দেশের বৈদেশিক মুদ্রাকে বুঝানো হয়। অন্যভাবে একদেশীয় মুদ্রাকে অন্য দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তর পদ্ধতিকে বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশের টাকাকে আমেরিকার ডলারে রূপান্তর করার পদ্ধতিই হলো বৈদেশিক বিনিময়।

অর্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক থমাস এর মতে- অর্থনীতির যে শাখা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘটিত আর্থিক দেনা-পাওনা নি□*ত্তির* নীতি নির্ধারণ করে তাকে বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়।

অধ্যাপক হার্টলি উইদার্স বলেন বৈদেশিক বিনিময় এক দেশের সাথে অন্যদের দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন নি□*ত্তির* একটি কলা-কৌশল বিশেষ।

পল ইনঞ্জিস বলেন বৈদেশিক বিনিময় হলো এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর করে আন্তঃদেশীয় লেনদেন নি□*ত্তির* পদ্ধতিবিশেষ।

এইচ.ই. ইভিট বলেন, যে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্যদেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পদের মূল্যায়ন করা হয়। তাকে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে বৈদেশিক বিনিময় হলো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য হতে সৃষ্ট পারস্পরিক লেনদেন নি□*ত্তির* একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মান পারস্পরিক বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয় এবং তা বিনিময়ের মাধ্যমে লেনদেন নি□*ত্তি* করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অনেক সময় কোন দেশ কর্তৃক বিভিন্ন পন্থায় অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ বুঝতে বৈদেশিক বিনিময় শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আবার বৈদেশিক দেনা-পাওনা নি□*ত্তিতে* সাহায্যকারী দলিল যেমন বৈদেশিক বিনিময় বিল, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র এবং চেক ইত্যাদিকেও বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়।

বৈদেশিক বিনিময় হার (Rate of foreign Exchange)

এক দেশের মুদ্রা যেমন অন্য দেশে চলে না। তেমনি সকল দেশের মুদ্রার মান একরূপ হয় না। তাই একদেশের মুদ্রাকে অন্যদেশের মুদ্রায় রূপান্তর করতে হয়। সাধারণভাবে কোন দেশের এক একক মুদ্রা দ্বারা অন্য দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা বা স্বর্ণ ক্রয় করা যায়। তাকে বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় বৈদেশিক বিনিময় হার হলো দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের বাহ্যিক ক্ষমতা। যেমন- বাংলাদেশে যদি ৫৯ টাকা দ্বারা একটি মার্কিন ডলার কেনা যায়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ৫৯ টাকার সমান এক ডলার। তাহলে আমরা বলতে পারি ১ টাকা $= \frac{1}{59}$ ডলার।

অর্থনীতিবিদ রিচার্য টি. জিল বলেন যে হারে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রার সাথে বিনিময় হয়, তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

এইচ.ই. ইভিট বলেন এক দেশের মুদ্রার আলোকে আরেক দেশের মুদ্রার মূল্যকে বিনিময় হার বলা হয়।

গ্যাস্টভ ক্যাসল এর মতে এক দেশের মুদ্রার বিপরীতে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় অনুপাতকে বিনিময় হার বলা হয়।

এম. রাবেস্থায়ী এবং এস.ভি ভাসুদেব এর মতে বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে দেশীয় যে পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা অন্য দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করা যায়। তাকেই বুঝায়।

আর. এন. স্টিন (Stern) এর মতে বৈদেশের বিনিময় হার বৈশিষ্ট্যগতভাবে পরিমাপ করা হয় দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় অনুপাত দ্বারা।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যে হারে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়, তাকেই বৈদেশিক বিনিময় হার বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যানুপাতই হলো বৈদেশিক বিনিময় হার। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনা নি□*ত্তি* করা যায় না।

পাঠ-সংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে বৈদেশিক বিনিময় এর বৈদেশিক বিনিময় হার সম্পৃক্ত।

বৈদেশিক বিনিময় হলো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য হতে সৃষ্ট পার□*রিক* লেন-দেন নি□*ত্তির* পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মান পার□*রিক* বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয় এবং তা বিনিময়ের মাধ্যমে লেন-দেন নি□*ত্তি* করা হয়।

যে হারে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায় ঃ ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক বিনিময় হার কিসের?

ক. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য　　খ. দেশীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য

গ. স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য　　ঘ. সবকটি।

২. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য হতে সৃষ্ট লেন-দেন নি□*ত্তি* পদ্ধতিই বলে-

ক. বৈদেশিক বিনিময়　　খ. বৈদেশিক মুদ্রা

গ. বৈদেশিক বিনিময় হার　　ঘ. দেশীয় মুদ্রা হার

৩. বৈদেশিক বিনিময়ে বিভিন্ন দেশের কিসের মান পার□*রিক* বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়?

ক. মুদ্রার মান　　খ. অর্থনৈতিক মান

গ. সামাজিক মান　　ঘ. পণ্য-দ্রব্যের মান

৪. যে হারে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাহলো-

ক. দেশীয় বিনিময় হার　　খ. বৈদেশিক বিনিময় হার

গ. দ্বিপাক্ষিক বিনিময় হার　　ঘ. সবকটি

বিনিময় হার নির্ধারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি

আপনি জানেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য লেনদেন নি□/ত্তিতে প্রয়োজন বৈদেশিক বিনিময় হার। বিনিময় হার বলতে আমরা দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যাণুপাতকে বুঝে থাকি। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা নির্ধারণ করা হয়, তাকেই বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি বলে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে এটা নির্ধারণ করে থাকে। তবে, বাজারে কোন দেশের মুদ্রার চাহিদা কমে গেলে বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়, আবার চাহিদা বেড়ে গেলে বিনিময় হার হ্রাস পায়। অর্থাৎ অবস্থাটি চাহিদা বিধির ন্যায়।

বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা-

১. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ,

২. কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ।

নিম্নে এ দু'টি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

১. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ (Rate of exchange under gold standard) ঃ কোন দেশের প্রচলিত ধাতব মুদ্রায় স্বর্ণের অংশ থাকলে অথবা কাগজী নোটের বিপরীত কেন্দ্রীয়-ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা থাকলে এবং তা নোটের বিনিময়ে চাহিবামাত্র দেয় হলে, উক্ত দেশের মুদ্রাকে স্বর্ণমান এবং দেশকে স্বর্ণমান দেশ বলা হয়। স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশসমূহ যে পদ্ধতিতে তাদের পারস্পরিক বিনিময় হার নির্ধারণ করে তাকে বলা হয় Mint par of Exchange বা স্বর্ণমান বিনিময় হার। এই ব্যবস্থায় দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রা বা টাকায় স্বর্ণের অনুপাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন- মনে করি আমেরিকা ও বাংলাদেশে স্বর্ণমান মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত। আমেরিকার ১ ডলারের যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে, বাংলাদেশের ৬০ টাকায় সেই পরিমাণ স্বর্ণ আছে। সুতরাং আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে মুদ্রার বিনিময় হারের অনুপাত হলো ১ঃ৬০ অর্থাৎ আমেরিকার ১ ডলারের বিনিময়ে বাংলাদেশে ৬০ টাকা পাওয়া যাবে। বিনিময়ের এই হারই হলো স্বর্ণমান বিনিময় হার।

উল্লেখ্য যে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ ২টি দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকলেই এই হারে আমদানি-রপ্তানি হবে। কিন্তু বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় না থাকলে বিনিময়ের প্রকৃত হার কখনো স্বর্ণমান বিনিময় হারের কম বা বেশি হবে। বিনিময় হারের এই পরিবর্তন দুটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উঠানামা করে। যাদের সর্বোচ্চ সীমাকে বলা হয় স্বর্ণ রপ্তানি সীমা এবং সর্বনিম্ন সীমাকে বলা হয় স্বর্ণ আমদানি সীমা। স্বর্ণমান বিনিময় হারের সাথে স্বর্ণ পাবার আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করলে স্বর্ণ রপ্তানি সীমা এরা উচ্চ হারের সাথে স্বর্ণ পাঠাবার খরচ বিয়োগ করলে পাওয়া যায় স্বর্ণ আমদানি সীমা। স্বর্ণমান মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হার এই সর্বোচ্চ সীমা ও সর্বনিম্ন সীমার মধ্যে নির্ধারিত হয়। তবে প্রতিটি দেশই বাণিজ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং স্বর্ণমান স্থির রাখার জন্য চেষ্টা করে থাকে।

২. কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ (Rate of Exchange under paper currency) ঃ যে সকল দেশে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত, তাদের স্বর্ণ মানের ন্যায় স্থায়ী কোন বিনিময় হার থাকে না। তাদের বিনিময় হার নির্ধারকের জন্য নিম্নোক্ত দুটি তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়। যথা-

ক. ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব (Purchasing power parity theory)

খ. চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply Theory)

নিম্নে এ দু'টি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব (Purchasing power parity theory) ঃ সুইডেনের বিখ্যাত অর্থ-বিজ্ঞানী গুস্টার ক্যাসল (Gustar Cassel) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যখন দু'টি দেশের মধ্যে কাগুজী মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত তাকে, তখন তাদের (দু'টি দেশের) অর্থের অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতার সমতা দ্বারা পারস্পরিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক দেশের মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা উক্ত দেশের সাধারণ মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। মূল্যন্তর কম হলে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা বেশি হবে এবং বিনিময় পরিমাণ ও হার বৃদ্ধি পাবে। অপর দিকে মূল্যস্তর বেশি হলে মুদ্রার ক্রমক্ষমতা কম হবে এবং বিনিময় পরিমাণ ও হার হ্রাস পাবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী এভাবে দুটি দেশের ক্রয়ক্ষমতার সমতা বিন্দুতে তাদের বিনিময় হার নির্ধারিত হয় অর্থাৎ দু'টি দেশের বিনিময় হার তাদের পার□*রিক* মূল্যস্তরের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন- বাংলাদেশের ৬০ টাকা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়। ঠিক সেই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী যদি আমেরিকায় ১ ডলার পাওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশে ৬০ টাকার ক্রয় ক্ষমতা আমেরিকার ১ ডলারের ক্রয় ক্ষমতার সমান হবে। ক্রমতাবস্থায় বাংলাদেশ ও আমেরিকার বিনিময় হার হবে ৬০ টাকা = ১ ডলার। উল্লেখ্য যে, উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা যতদিন অপরিবর্তিত থাকবে, ততদিন এই বিনিময় হারও অপরিবর্তিত থাকবে। কোন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন হলে বিনিময় হারও পরিবর্তিত হবে। এটাই ক্যাসেলের ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব।

সমালোচনা ঃ এই তত্ত্বের কিছু সমালোচনা রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো অর্থের ক্রয় ক্ষমতা। অর্থের ক্রয় ক্ষমতা সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। কিন্তু সূচক সংখ্যা তৈরির সময় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশকারী সকল পণ্যকেই বিবেচনায় আনা হয়। ফলে এই তত্ত্বের সাহায্যে ক্রয়-ক্ষমতার সমতা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশকারী পণ্য নিয়ে সূচক সংখ্যা তৈরি করা হয় তবেই এই তত্ত্ব কার্যকর বলে গণ্য হতে পারে।

২. এই তত্ত্ব অনুযায়ী পণ্য-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু বিনিময় হারের পরিবর্তনও যে বিভিন্ন দেশের দ্রব্য-মূল্যের উপর নানান ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা এই তত্ত্বে বিবেচনা করা হয় নাই।

৩. এই তত্ত্বে ধরে নেয়া হয় যে, বাণিজ্যের অবস্থা স্থিতিশীল বা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু গতিশীল ও পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থায় এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য হবে।

৪. বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়াও এক দেশ থেকে অন্যদেশে মূলধন প্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদনে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের সৃষ্টি হয়। ফলে বিনিময় হার পরিবর্তিত হয়। এ বিষয়গুলো এই তত্ত্বে বিবেচনা করা হয় নাই।

৫. বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস বা বৃদ্ধিতে অথবা দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরীণ মূল্য স্তরের পরিবর্তন না হলে বিনিময় হারের পরিবর্তন হতে পারে। এই তত্ত্বে এই বিষয়টির উপর কোন গুরুত্বারূপ করা হয়নি।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থায় এই তত্ত্বটি বিশেষ কার্যকর হয় না। তবে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই তত্ত্বের অন্তনিহিত সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

খ) চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply Theory) ঃ

এই তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পার□*রিক* বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বিনিময় হারকে একটি বিশেষ ধরনের মূল্য হিসাবে বিবেচনা করেন। বিনিময় হার বলতে এক দেশের মুদ্রার মূল্য অন্য দেশের মুদ্রায় প্রকাশ করাকে বুঝায়। যেমন- ১ ডলার= ৬০ টাকা বলতে আমেরিকার ১ ডলারের মূল্য বাংলাদেশে ৬০ টাকা ধরা হবে। বাজারে পণ্য-সামগ্রী ও সেবার মূল্য যেমন ইহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। তেমনি অর্থের বিনিময় মূল্যও বৈদেশিক বাজারে উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন দেশের মুদ্রার চাহিদা নির্ভর করে তার রপ্তানি, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য এবং ঋণ গ্রহণের উপর। অপর দিকে, একটি দেশের মুদ্রার যোগান নির্ভর করে উহার আমদানি, বিদেশকে সাহায্য এবং ঋণদানের উপর। লেনদেনের ভারসাম্য অনুকুল হলে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক বাজারে বৃদ্ধি পায় এবং বিনিময় মূল্যও বৃদ্ধি পায়। অরপদিকে, লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিকূল হলে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায় ও বিনিময় মূল্য হ্রাস পায়। আবার লেনদেনের ভারসাম্যে সমতা থাকলে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান থাকে এবং বিনিময় হারে ভারসাম্য থাকে। এজন্যই

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন বৈদেশিক বিনিময় হার লেনদেনের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই তত্ত্বকে লেনদেনের ভারসাম্য তত্ত্ব (Balance of Payment Theory) বলা হয়। এটি বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব হিসেবেও পরিচিত।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের মাধ্যমে কিভাবে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়, তা নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

পার্শ্বের রেখাচিত্রের OX অক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও যোগান এবং OY অক্ষে বিনিময় হার নির্দেশ করছে। চিত্রের DD´ হলো বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা রেখা এবং SS´ হলো বৈদেশিক মুদ্রার যোগান রেখা। DD´ রেখা মান ডান দিকে নিম্নগামী যার অর্থ দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম যখন কমে, তখন দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কারণ জনগণ

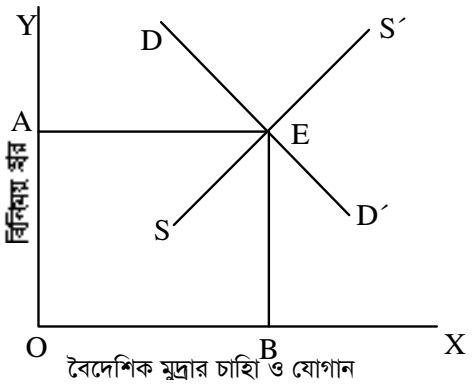

বৈদেশিক মুদ্রার চাহিা ও যোগান

সস্তায় বিদেশী পণ্য বেশি ভোগ করতে চায়। অপর দিকে SS´ রেখা ডান দিকে উর্ধ্বগামী যার অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাড়লে তার যোগান বৃদ্ধি পায়। কারণ দেশীয় পণ্য বিদেশে সস্তা হয় ফলে ঐ দেশে আমাদের পণ্য-সামগ্রী ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে দেশীয় পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায়।

চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে DD´ এবং SS´ রেখাটি পরস্পর E বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এই E বিন্দুই হলো দু'টি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারসাম্য বিনিময় হার। চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, OA পরিমাণ দেশীয় মুদ্রায় বিনিময়ে OB পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। E বিন্দুতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। এমতাবস্থায় যদি দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, তবে এই হারের পরিবর্তন হবে এবং নতুন ভারসাম্য বিন্দুতে দু'দেশের বিনিময় হার নির্ধারিত হবে। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই উহাকে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়।

সুবিধা ঃ চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ–

১. এই তত্ত্ব মুদ্রার বাস্তব চাহিদা ও যোগানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তাই অন্যান্য তত্ত্বের তুলনায় এটি বাস্তবধর্মী।

২. এই তত্ত্বানুযায়ী বিনিময় হার নির্ধারণে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পণ্য ও সেবার আমদানি-রপ্তানিকে বিবেচনা করা হয়। ফলে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট পজিশন সঠিক হয়।

৩. বিনিময় হারের পরিবর্তনে আলাপ-আলোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা তা সংশোধন করা যায়। ফলে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এ অসমতা থাকে না।

অসুবিধা ঃ

১. এই তত্ত্বে ব্যালেন্স অব পেমেন্টকে স্থির হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ব্যালেন্স অব পেমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ট্রেড' - যা দেশ-বিদেশে মূল্য স্তর হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে উঠানামা করে। এ কারণে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট কখনোই স্থির থাকে না। সব সময় উঠানামা করে।

২. এই তত্ত্বে ধরে নেয়া হয় অনেক আমদানিকৃত পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু বাস্তবে কোন দ্রব্যের অস্থিতিস্থাপক চাহিদা নেই বললেই চলে।

এ সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য তত্ত্বের তুলনায় চাহিদা যোগান তত্ত্ব অধিক ব্যবহার এবং অধিক উপযোগী। তাই একে আধুনিক তত্ত্ব বলা হয়ে থাকে।

পাঠ-সংক্ষেপ

দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য অনুপাতকে বলা হয় বিনিময় হার। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইহা নির্ধারণ করা হয়, তাহলো বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি।

স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশসমূহ যে পন্থায় তাদের পার□*রিক* বিনিময় হার নির্ধারণ করে তাকে স্বর্ণমান বিনিময় হার বলা হয়।

মুদ্রা প্রচলিত দেশসমূহে ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব এবং চাহিদা ও যোগানে তত্ত্ব দ্বারা বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। যখন দু'টি দেশের বিনিময় হার তাদের অর্থের অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতার সমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাকে ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব বলা হয়।

যখন দু'টি দেশের বিনিময় হার তাদের পারস্পরিক বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাকে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলা হয়। সকল তত্ত্বের মধ্যে এটিই বহুল প্রচলিত ও আধুনিক তত্ত্ব নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যানুপাতিকে কি বলা হয়?

ক. চাহিদার হার　　খ. বিনিময় হার

গ. যোগানের হার　　ঘ. সব কটি।

২. স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসরণকারীদেরসমূহে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় তাকে বলা হয়-

ক. স্বর্ণমান বিনিময় হার　　খ. স্বর্ণমান আমদানি হার

গ. স্বর্ণমান রপ্তানি হার　　ঘ. স্বর্ণমান মজুত হার

৩. যখন অর্থের অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতার সমতা দ্বারা বিনিময় হার নির্ধারিত হয়, তাকে বলা হয়-

ক. ক্রয়-ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব　　খ. ক্রয়-ক্ষমতার ক্ষমতা তত্ত্ব

গ. ক্রয়-ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব　　ঘ. ক্রয়-ক্ষমতার দক্ষতা তত্ত্ব।

৪. যখন দুটি দেশের পারস্পরিক বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান দ্বারা বিনিময় হার নির্ধারিত হয়, তাকে বলা হয়-

ক. চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব　　খ. চাহিদা ও যোগান সমতা তত্ত্ব

গ. চাহিদা ও যোগান কাম্যত্ব　　ঘ. ব্যালেন্স তত্ত্ব।

৫. বিনিময় হার নির্ধারণে আধুনিক এবং বহুল ব্যবহৃত তত্ত্ব কোনটি?

ক. স্বর্ণমান তত্ত্ব　　খ. ক্রয় ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব

গ. ক্রয়-ক্ষমতার দক্ষতা তত্ত্ব　　ঘ. চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব।

বিদেশে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিদেশে অর্থ প্রেরণ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদেশে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

বিদেশে অর্থ প্রেরণ কি?

এক দেশের মুদ্রা অন্যদেশে প্রচলিত এবং গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট লেন-দেনগুলো পূর্বে স্বর্ণের মাধ্যমে নি□*ত্তি* করা হতো। কিন্তু স্বর্ণের প্রাপ্যতা ও বহন জটিলতার কারণে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ জটিলতার কারণে বিকল্প পন্থায় আন্তর্জাতিক লেন-দেন নি□*ত্তি* করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য-দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে সৃষ্ট দেনা-পাওনার নি□*ত্তির* জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ বা মূল্য স্থানান্তরকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশই তার প্রয়োজনীয় সকল-পণ্য দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই প্রতিটি দেশকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরতা থেকেই আমদানি-রপ্তানি এবং দেনা-পাওনার সৃষ্টি, দেনা-পাওনা নি□*ত্তির* পন্থাই হলো বিদেশে অর্থ প্রেরণ। সাধারণভাবে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে প্রচলিত না হলেও ডলার এবং পাউণ্ড আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃত ডলার বা পাউণ্ডে মূল্য পরিশোধ পন্থাই হলো বিদেশে অর্থ প্রেরণ। বিদেশে অর্থ প্রেরণের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয় যথা- বিনিময় বিল, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, মেইল ট্রান্সফার, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি। এ সকল মাধ্যমে ব্যবহারের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজ এবং দ্রুততর হচ্ছে।

বিদেশে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি (Methods of Foreign Remittence) :

আপনি জানেন দু'টি স্বাধীন দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। এক দেশের চিহ্নিত মুদ্রা সাধারণভাবে অন্য দেশে প্রচলিত হয় না। তাই আন্তর্জাতিক ভাবে সৃষ্ট কোন পন্থায় তা নি□*ত্তির* প্রয়োজন হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সৃষ্ট দেনা-পাওনা যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করে নি□*ত্তি* করা যায়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. স্বর্ণ স্থানান্তর (Gold transfer) ঃ স্বর্ণের স্থানান্তরের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। স্বর্ণমান অনুসরণকারী দু'টি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন নি□*ত্তিতে* স্বর্ণতে সহজেই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু স্বর্ণের দু□*প্যতা*, প্রেরণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যয় বহুল বলে এই পদ্ধতির ব্যবহার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

২. বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign bill of exchange) ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা নি□*ত্তিতে* এবং বিদেশে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় বিল সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পাওনাদার দেনাদারের উপর নির্দিষ্ট সময় পরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-পরিশোধের জন্য একটি শর্তহীন বা শর্তযুক্ত বিল তৈরি করে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠায়। দেনাদার বা তার ব্যাংক তাতে স্বীকৃতি দিয়ে পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। বিলের পূর্ণতা প্রাপ্তির পর পাওনাদার ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করতে পারে। তবে পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ইচ্ছে করলে পাওনাদার বিলটি ব্যাংকে বাট্টা করে বা বৈদেশিক বিনিময় বাজারে বিক্রি করে বিলের টাকা সংগ্রহ করতে পারে।

বৈদেশিক বিনিময় বিলের মাধ্যমে পৃথিবীর যে-কোন দেশের আমদানিকারক অতি সহজে রপ্তানিকারককে তার প্রেরিত পণ্য-দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

৩. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র (Bank Draft) ঃ এই পদ্ধতিতে দেনাদার তার ব্যাংকের নিকট থেকে পাওনাদারের অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যের আজ্ঞাগত্র সংগ্রহ করে পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। পাওনাদার তার দেশে উক্ত ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা বা প্রতিনিধির নিকট আজ্ঞাপত্রটি উপস্থাপন করে অর্থ সংগ্রহ করে। আন্তর্জাতিক দেনা পরিশোধে এটি একটি অতিসহজ এবং ব্যাপক ব্যবহৃত জনপ্রিয় পদ্ধতি।

৪. তারযোগে অর্থ প্রেরণ (Telegraphic transfer - T.T.) ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা পরিশোধের সবচেয়ে দ্রুততর পদ্ধতি হলো তার যোগে অর্থ প্রেরণ। এই পন্থায় দেনাদার নির্ধারিত ফি সহ ব্যাংকে টাকা জমা দিলে ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য তারযোগে নির্দেশ প্রদান করে। তারবার্তার নির্দেশ মোতাবেক ব্যাংকের বিদেশাস্থ শাখা বা প্রতিনিধি প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। তারের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহ হয় বলে এক কেবল ট্রান্সফারও বলা হয়। এই পদ্ধতি দ্রুততর হলেও ব্যয় খুব বেশি। তাই জরুরী অবস্থা ছাড়া এই পদ্ধতির ব্যবহার হয় না।

৫. ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ (Mail transfer-M.T.) ঃ এই পন্থায় দেনাদার ব্যাংক কমিশনসহ নির্ধারিত অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার পর বিদেশেস্থ নির্ধারিত ব্যক্তিকে নির্ধারিত অর্থ প্রদানের নির্দেশটি ব্যাংক তার বিদেশস্থ বা প্রতিনিধির নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করে। ডাকযোগে নির্দেশটি প্রেরিত হয় বলে এটিকে ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ বলা হয়। নির্দেশটি পাবার পর বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্ধারিত টাকা প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, এই পদ্ধতিতে অর্থ প্রদানের নির্দেশটি ব্যাংক তিন কপি তৈরি করে একটি নিজে সংরক্ষণ করে। একটি দেনাদারকে এবং একটি নির্দেশিক শাখা বা প্রতিনিধিকে প্রদান করে। দেনাদার তার কপিটি বিদেশে তার পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। পাওনাদার তা ব্যাংক বা প্রতিনিধির নিকট উপস্থাপন করে টাকা সংগ্রহ করে। এই পদ্ধতি তারযোগে অর্থ প্রেরণের চেয়ে সময় সাপেক্ষ তবে, ব্যয় কম। তাই এটি বহুল ব্যবহৃত পন্থা।

৬. ভ্রমণকারীর চেক (Traveller's cheque) ঃ এই পন্থায় দেনাদার কমিশনসহ নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের ভ্রমণকারীর চেক সংগ্রহ করে পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। পাওনাদার চেকটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় জমা দিয়ে বা চেক ইস্যুকারী দেশ ভ্রমণে আগ্রহী ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে এটি ভ্রাম্যমান মুদ্রা হিসেবে কাজ করে। চেক ইস্যুকারী দেশ ভ্রমণের সময় স্থানীয় মুদ্রায় অর্থ গ্রহণ করা যায়।

৭. ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র (Traveller's letter of credit) ঃ এই পদ্ধতিতে বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তি দেশীয় ব্যাংকে নির্ধরিত অর্থ ও তার প্রয়োজনীয় ফি জমা দিয়ে ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে। ইস্যুকারী ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশিত ব্যক্তিকে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে। ভ্রমণকারী ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে প্রত্যয়পত্র ভাংগিয়ে ঐ দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারে।

৮. সার্কুলার প্রত্যয়পত্র (Circular letter of credit) ঃ বিভিন্ন দেশের শাখা বা প্রতিনিধির উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের যে প্রত্যয় পত্র মক্কেলের পক্ষে ব্যাংক ইস্যু করে, তাকে সার্কুলার বা ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্র বলা হয়। এই প্রত্যয়পত্রের বিশেষ সুবিধা হলো একাধিক দেশে, একাধিক বার তা ব্যবহার করা যায়। প্রায় প্রত্যেক দেশেই এই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

৯. নগদ প্রত্যয় পত্র (Cash letter of credit) ঃ আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা পরিশোধে এটি একটি সহজ এবং আধুনিক পদ্ধতি। এই পন্থায় আমদানিকারক আমাদানি মূল্যের প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংকে জমা দিয়ে রপ্তানিকারকের অনুকূলে একটি প্রত্যয় পত্র খুলে প্রেরণ করে। আমদানিকারকের নিকট থেকে প্রত্যয় পত্র পেয়ে ইস্যুকারী ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির নিকট উপস্থাপন করে রপ্তানিকারক মূল্য সংগ্রহ করে। এটি ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রের ন্যায় ভূমিকা পালন করে।

১০. আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার (International Money Order) ঃ দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে এই পন্থায় অর্থ প্রেরণ করা যায়। এই পন্থায় দেনাদার ডাকঘরের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে বিদেশে তার পাওনাদারের নিকট অর্থ প্রেরণ করে। এজন্য দেনাদারকে দেশীয় মুদ্রায় নির্ধারিত টাকা ও মাশুল জমা দিতে হয়। বিনিময়ে পাওনাদারের দেশের ডাকঘর দেশীয় মুদ্রায় তাকে অর্থ প্রদান করে।

১১. ব্যক্তিগত চেক (Personal Cheque) ঃ যে সকল দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক রয়েছে সে সকল দেশের পারস্পরিক দেনা-পাওনা পরিশোধে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই পন্থায় দেনাদার বা আমদানিকারক তার দেশের স্থানীয় শাখার উপর চেক তৈরি করে বা কেটে পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। পাওনাদার চেকটি ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখা বা প্রতিনিধি অথবা তার নিজস্ব ব্যাংকে জমা দিয়ে বা বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে।

১২. নগদ কাগজী মুদ্রা (Cash Paper Money) ঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ও সময়ে নগদ কাগজী মুদ্রা বহনের মাধ্যমেও আন্ত র্জাতিক লেনদেন নি□/ত্তি করা যায়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হজ্জযাত্রী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীগণ নির্দিষ্ট

পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারে। বিদেশের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে এই মুদ্রা বদল করে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করা যায় এবং প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য কেনা কাটা করা যায়।

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা সুষ্ঠুরূপে নি□ত্তি করা যায়। তবে যে পদ্ধতিই অনুসৃত হউক না কেন তাতে দেনাদার পাওনাদার ও দু'দেশের সরকারের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট দেনা-পাওনা নি□ত্তির জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ বা মূল্য স্থানান্তরকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলা হয়।

বিদেশে অর্থ প্রেরণের জন্য রয়েছে ১২টি পদ্ধতি, যথা- স্বর্ণ স্থানান্তর, বৈদেশিক বিনিময় বিল, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, তারযোগেও ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ। ভ্রমণকারীর চেক, ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র, সার্কুলার বা ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্র, নগদ প্রত্যয়পত্র, আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার, ব্যক্তিগত চেক এবং নগদ কাগজী মুদ্রা।

তবে যে পদ্ধতিকেই অর্থ প্রেরণ হোক না কেন তাতে দেনদার ও পাওনাদারের এবং দেশ দুটির সরকারের সম্মতি থাকতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায় ঃ ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. কিসের জন্য একদেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ করতে হয়?
   ক. দেনা-পাওনা নি□ত্তি খ. দেনা-পাওনা বৃদ্ধি
   গ. দেনা-পাওনা সৃষ্টি ঘ. দেনা-পাওনা স্থানান্তর

২. বিদেশে অর্থ প্রেরণের কটি পদ্ধতি রয়েছে?
   ক. ১০টি খ. ১২টি
   গ. ১৪টি ঘ. অসংখ্য

৩. যে-কোন পদ্ধতিই ব্যবহারের মাধ্যমে দেনা-পাওনা নি□ত্তিতে কাদের সম্মতি দরকার হয়?
   ক. দেনাদার-পাওনাদার এবং সরকারের খ. পাওনাদার ও সরকারের
   গ. দেনাদার ও সরকারের ঘ. দু'দেশের সরকারের।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৈদেশিক বিনিময় কাকে বলে?
২. বৈদেশিক বিনিময় হার কাকে বলে?
৩. বিদেশে অর্থ প্রেরণের প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলো কি কি?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.১

১.ক ২.ক ৩.ক ৪.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.২

১.খ ২.ক ৩.ক ৪.ক ৫.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৩

১.ক ২.খ ৩.ক

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. বৈদেশিক বিনিময় হার কাকে বলে? বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।
২. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।
৩. বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।